أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book#.75) www.motaher21.net

وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ

" আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহরই জন্য। "

" My life and my death is for Allah."

قُلْ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُكِی وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ

বল, আমার নামায, আমার যাবতীয় 'ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ (সব কিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই (নিবেদিত)।

১৬২ নং আয়াতের তাফসীর:

এখানে (نسك) শব্দের অর্থ কুরবানী। হজের ক্রিয়াকর্মকেও (نسك) বলা হয়। মুজাহিদ বলেন, (نسك) বলতে সে প্রাণীকে বুঝায় যা হজ বা উমরাতে যবেহ করা হয়। [তাবারী]

তবে এ শব্দটি সাধারণ ইবাদাত-উপাসনার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই (ناسك) শব্দটি (عابد) বা ইবাদতকারী অর্থেও বলা হয়। [কুরতুবী]

আয়াতে এ সবকটি অর্থই নেয়া যেতে পারে। মুফাসসিরীন সাহাবা ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকেও এসব তাফসীর বর্ণিত রয়েছে। তবে এখানে সাধারণ ইবাদাত অর্থ নেয়াই অধিক সঙ্গত মনে হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার সালাত, আমার সমগ্র ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ- সবই বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহর জন্য

নিবেদিত। এখানে দ্বীনের শাখাগত কাজকর্মের মধ্যে প্রথমে সালাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এটি যাবতীয় সৎকর্মের প্রাণ ও দ্বীনের স্তম্ভ। এরপর অন্যান্য সব কাজ ও ইবাদাত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর সমগ্র জীবনের কাজকর্ম ও অবস্থা এবং সবশেষে মরণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমার এ সবকিছুই একমাত্র বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহর জন্য নিবেদিত- যার কোন শরীক নেই। এটিই হচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাস ও পূর্ণ আন্তরিকতার ফল। মানুষ জীবনের প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি অবস্থায় এ কথা মনে রাখবে যে, আমার এবং সমগ্র বিশ্বের একজন পালনকর্তা আছেন, আমি তার দাস এবং সর্বদা তাঁর দৃষ্টিতে রয়েছি।

আল্লাহ তা'আলা নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সঠিক পথের হিদায়াত দিয়ে যে অনুগ্রহ করেছেন তা প্রকাশ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন, যে দীন বা সঠিক পথের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন ইবরাহীম (আঃ)। কারণ মক্কার মুশরিকরা দাবি করত তারা সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা ইবরাহীমের মিল্লাতের ওপর রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرٰهِيْمَ)

"এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। এটাই তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্ম।" (সূরা হজ্ব ২২:৭৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

(اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ث وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ذ شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ث اِجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ث وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ث ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ث وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ)

"নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ছিল এক 'উম্মাত', আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না; সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। আমি তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল এবং নিশ্চয়ই আখিরাতেও সে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্যতম। অতঃপর আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, 'তুমি একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" (সূরা নাহল ১২:১২০-২৩)

قِيَمًا শব্দটি قَيِّمٌ ধাতুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সুদৃঢ়, অর্থাৎ এ দীন সুদৃঢ় মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আগত, কারও ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা নয় এবং যাতে সন্দেহ হতে পারে এমন কোন নতুন ধর্মও নয় বরং এটিই ছিল পূর্ববর্তী নাবীদের ধর্ম। এখানে বিশেষভাবে ইবরাহীম (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করার কারণ হল- ইয়াহুদ ও খ্রিস্টানসহ সকল আসমানী ধর্মের অনুসারীরা দাবী

করে তারা ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসারী, ইবরাহীম (আঃ)-এর মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তা'আলা তাদের দাবীকে খণ্ডন করে জানিয়ে দিলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান ছিলেন না এবং মুশরিকও ছিলেন না। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ তাওহীদপন্থী মুসলিম।

لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

তাঁর কোন শরীক নেই, আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী।

১৬৩ নং আয়াতের তাফসীর:

তাওহীদে উলূহিয়্যাত তথা আল্লাহর একত্বতার দাওয়াত সকল নবীরা দিয়েছেন। এখানেও শেষ নবীর পবিত্র জবান দ্বারা ঘোষণা করানো হচ্ছে যে, "আমাকে এরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমি আত্মসমর্পণকারী মুসলিমদের প্রথম।" অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, "তোমার পূর্বে যে রসূলই আমি প্রেরণ করেছি, তাঁকে এই আদেশই করেছি যে, আমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। অতএব, তোমরা আমারই ইবাদত কর।" (সূরা আম্বিয়া ২১:২৫)

নূহ (আঃ) ও এই ঘোষণা দিয়েছেন, {وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} অর্থাৎ, আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)-দের অন্তর্ভুক্ত থাকি. (সূরা ইউনুস ১০:৭২)

ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে এসেছে যে, যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে বললেন, أَسْلِمْ (আত্মসমর্পণ কর।), তখন তিনি বললেন, {أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ} বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের কাছে আমি আত্মসমর্পণ করলাম।" (সূরা বাক্বারাহ ২:১৩১)

ইবরাহীম এবং ইয়াকূব عليهما السلام তাঁদের সন্তানদের অসিয়ত করেছিলেন, {فَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ} অর্থাৎ, আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা বাক্বারাহ ২:১৩২)

ইউসুফ (আঃ) দু'আ করেছিলেন, {تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا} অর্থাৎ, তুমি আমাকে আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) হিসাবে মৃত্যু দান করো। (সূরা ইউসুফ ১২:১০১)

মূসা (আঃ) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, {فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ} অর্থাৎ, তাঁরই উপর ভরসা কর; যদি তোমরা মুসলিম হও। (সূরা ইউনুস ১০:৮৪)

ঈসা (আঃ)-এর সহচররা বলেছিলেন, {وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ} অর্থাৎ, তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)। (সূরা মাইদাহ ৫:১১১)

এইভাবে সকল নবী ও তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারীরা এই ইসলামকেই গ্রহণ করেছিল, যাতে তাওহীদে উলূহিয়্যাতই ছিল মৌলিক বিষয়, যদিও কোন কোন বিধি-বিধান একে অপর থেকে ভিন্ন ছিল।

(قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ...)

'বল: 'আমার সালাত, আমার কুরবানী...' এ আয়াতে তাওহীদে উলুহিয়্যার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আমার জীবন, মরণ, সালাত, কুরবানী সবকিছু একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। এ তাওহীদের দিকে নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-সহ সকল নাবীগণ দাওয়াত দিয়েছেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আল্লাহ তা'আলা এ ঘোষণাও দিতে বলছেন যে, আমি আত্মসমর্পণ কারীদের মধ্যে প্রথম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ)

"আমি তোমার পূর্বে যখন কোন রাসূল প্রেরণ করেছি তার প্রতি এ ওয়াহী করেছি, 'আমি ব্যতীত অন্য কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই; সুতরাং আমারই 'ইবাদত কর।' (সূরা আম্বিয়াহ ২১:২৫)

নূহ (আঃ)ও এ ঘোষণা দিয়েছেন:

(فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ ط إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَي اللّٰهِ لا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ)

'আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তোমাদের নিকট আমি তো কোন পারিশ্রমিক চাই না, আমার পারিশ্রমিক আছে একমাত্র আল্লাহর নিকট, আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে আদিষ্ট হয়েছি।' (সূরা ইউনুস ১০:৭২)

ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আল্লাহ তা'আলা বললেন: اَسْلِمْ আত্মসমর্পণ কর। তখন তিনি বলেছিলেন-

(أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ)

"বিশ্বজগতসমূহের প্রতিপালকের কাছে আমি আত্মসমর্পণ করলাম।" (সূরা বাক্বারাহ ২:১৩১) এরূপ সকল নাবীদের কথা ও দাওয়াত একটাই ছিল। তাই আমাদের সকল কাজকর্ম একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার জন্য করা উচিত, তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর সাথে সকল প্রকার অংশী স্থাপন করা থেকে সাবধান থাকা উচিত।

(وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ)

"আমিই প্রথম মুসলিম" অর্থাৎ এ উম্মাতের মধ্যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ই প্রথম আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণকারী। সুতরাং একজন মুসলিম তাঁর জীবন থেকে শুরু করে মরণ পর্যন্ত সকল ইবাদত ও কর্মকাণ্ড একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য উৎসর্গ করবে।

সূরা: আল-কাউসার

আয়াত নং :-২

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ

কাজেই তুমি নিজের রবেরই জন্য নামায পড়ো ও কুরবানী করো।

তাফসীর :

বিভিন্ন মনীষী এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ নামায বলতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায ধরেছেন। কেউ ঈদুল আযহার নামায মনে করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, এখানে নিছক নামাযের কথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে "ওয়ানহার" অর্থাৎ "নহর কর" শব্দেরও কোন কোন বিপুল মর্যাদার অধিকারী মনীষী অর্থ করেছেন, নামাযে বাম হাতের ওপর ডান হাত রেখে তা বুকে বাঁধা। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, নামায শুরু করার সময় দুই হাত ওপরে উঠিয়ে তাকবীর বলা, কেউ কেউ বলেছেন, এর মাধ্যমে নামায শুরু করার সময় রুকূ'তে যাবার সময় এবং রুকূ' থেকে উঠে রাফে ইয়াদায়েন করা বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, ঈদুল আযহার নামায পড়া এবং কুরবানী করা। কিন্তু যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এ হুকুম দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে চিন্তা করলে এর সুস্পষ্ট অর্থ এই মনে হয়ঃ "হে নবী! তোমার রব যখন তোমাকে এত বিপুল কল্যাণ দান করেছেন তখন তুমি তাঁরই জন্য নামায পড় এবং তাঁরই জন্য কুরবানী দাও।" এ হুকুমটি এমন এক পরিবেশে দেয়া হয়েছিল যখন কেবল কুরাইশ বংশীয় মুশরিকরাই নয় সমগ্র আরব দেশের মুশরিকবৃন্দ নিজেদের মনগড়া মাবুদদের পূজা করতো এবং তাদের আস্তানায় পশু বলী দিতো। কাজেই এখানে এ হুকুমে

র উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুশরিকদের বিপরীতে তোমরা নিজেদের কর্মনীতির ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। অর্থাৎ তোমাদের নামায হবে আল্লাহরই জন্য, কুরবানীও হবে তাঁরই জন্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছেঃ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

"হে নবী! বলে দাও, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্ব-জাহানের রব আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেয়া হয়েছে এবং আমি সর্বপ্রথম আনুগত্যের শির নত করি।" (আল আন'আম, ১৬২-১৬৩)। ইবনে আব্বাস আতা, মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান বসরী, কাতাদাহ, মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল কুয়াযী, যাহহাক, রাবী'ইবনে আনাস, আতাউল খোরাসানী এবং আরো অন্যান্য অনেক নেতৃস্থানীয় মুফাস্সির এর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন (ইবনে কাসীর)। তবে একথা যথাস্থানে পুরোপুরি সত্য যে, রসূলুল্লাহ (সা.) যখন মদীনা তাইয়েবায় আল্লাহর হুকুমে ঈদুল আযহার নামায পড়েন ও কুরবানীর প্রচলন করেন তখন যেহেতু إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي আয়াতে এবং فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ আয়াতে নামাযকে প্রথমে ও কুরবানীকে পরে রাখা হয়েছে তাই তিনি নিজেও এভাবেই করেন এবং মুসলমানদের এভাবে করার হুকুম দেন। অর্থাৎ এদিন প্রথমে নামায পড়বে এবং তারপর কুরবানী দেবে। এটি এ আয়াতের ব্যাখ্যা বা এর শানে নুযুল নয়। বরং সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো থেকে রসূলুল্লাহ ﷺ এ বিধানটি ইসতেমবাত তথা উদ্ভাবন করেছিলেন। আর রসূলের ﷺ ইসতেমবাতও এক ধরনের ওহী।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর,

(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)

অর্থাৎ যেমন আমি তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক কল্যাণ দান করেছিÑতার মধ্যে কাউসার অন্যতম একটি তেমন তোমার খালেসভাবে রবের জন্য সালাত ও কুরবানী স¤পন্ন কর, আর তাতে কাউকে অংশী স্থাপন কর না। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলছেন:

(قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۝لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ)

"বল : 'আমার সলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ শুধুমাত্র জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।' 'তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।" (সূরা আনআম ৬ : ১৬৩-১৬৪)

وَانْحَرْ -- نحر শব্দের প্রকৃত অর্থ উটের কন্ঠনালীতে বর্শা অথবা ছুরি দিয়ে আঘাত করে জবেহ (নহর) করা ও অন্যান্য পশুকে মাটির ওপর শুইয়ে তার গলায় ছুরি চালানোকে জবেহ বলা হয়। এখানে نحر দ্বারা উদ্দেশ্য কী তা নিয়ে বিভিন্ন বিদ্বান বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করেছেন : কেউ বলেছেন সালাতে নহরের নীচে ডান হাতকে বাম হাতের ওপর রাখা। আর কেউ বলেছেনÑতাকবীরে তাহরীমার সময় দুই হাত উত্তোলন করা। আবার কেউ বলেছেনÑকেবলামুখী করে কুরবানী বা নহর করা। (ইবনু জারীর)

সঠিক কথা হলো : نحر দ্বারা উদ্দেশ্য কুরবানীর পশু যদি উট হয় নহর করা আর অন্য পশু হলে জবেহ করা। (ইবনু কাসীর)

এজন্য নাবী (সাঃ) ঈদের সালাত আদায় করে কুরবানীর পশু নহর বা জবেহ করতেন। আর এটাই হলো সুন্নাত। নাবী (সাঃ) বলেন : যারা আমাদের মত সালাত আদায় করল এবং কুরবানী করল তারা সঠিকভাবেই কুরবানী করল। আর যারা সালাতের পূর্বে কুরবানী করেছে তাদের কুরবানী হয়নি (সাধারণ যবেহ করা হলো)। (সহীহ বুখারী হা. ৯৮৩)

আয়াতে যদিও নাবী (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তবে শুধু তার জন্য সীমাবদ্ধ নয় বরং সকলের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য। অনেকে এ আয়াত দ্বারা বুঝাতে চান যে, কুরবানী করা ওয়াজিব। আসলে বিষয়টি

এমন নয়, বরং কুরবানী অবস্থাভেদে তার হুকুম ভিন্ন হয়ে থাকে, তবে সাধারণ বিধান হল সুন্নাত। এ আয়াত কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে না।

অর্থাৎ আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এরূপ ঘোষণা করার এবং আন্তরিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমি সর্বপ্রথম অনুগত মুসলিম। উদ্দেশ্য এই যে, এ উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলিম আমি আত-তাফসীরুস সহীহ কেননা, প্রত্যেক উম্মতের সর্বপ্রথম মুসলিম স্বয়ং ঐ নবীই হন, যার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়। আর প্রত্যেক নবীর দ্বীনই ছিল ইসলাম। [ইবন কাসীর]

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. জীবন-মরণসহ যাবতীয় ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য।

২. সকল নাবীদের দাওয়াতী মিশন ছিল তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা।

৩. ইবারাহীম (আঃ) একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন। তিনি ইয়াহূদী, খ্রিস্টান অথবা মুশরিক ছিলেন না।